ধূমাবতীর মন্দির

(অন্তিম পর্ব)

মনীষ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

ভূমিকা

ধূমাবতীর মন্দির লেখা শুরু করেছিলাম অনেক আগে। আমার মনে হয়েছিল এই দেবীকে নিয়ে মানুষের প্রবল ভয়ভীতি আছে। তাঁর রূপের বৈরাগ্য, রুষ্টতা বারবার ভক্তের মনে জাগিয়েছে ভয়। আমার মতে আদ্যাশক্তি মহামায়াকেই যখন দশটা আলাদা রূপে পুজো করা হচ্ছে তখন কালী যে ভক্তি পান কেন ধূমাবতী সেই একই ভক্তি পাবেন না!

যাইহোক, প্রকাশক বলল তিনটে উপন্যাসিকা হলে নাকি সিরিজ সম্পূর্ণ হবে। সিরিজ সম্পূর্ণ করা আমার দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। তাই তৃতীয় উপন্যাসিকা লিখতে বসা। যখন শুরু করেছিলাম তখন মনে হয়েছিল গল্পটা সুবল শিকদারের মুখ দিয়ে বলা হোক। তেমনভাবেই শুরু করি। সুবল শিকদারের কথা আশা করি সকলের মনে আছে! সেই ছেলেটা যে ভোগী হয়ে জন্মেছিল।

গল্প এগোতে গিয়ে আমি মানুষের মনের জায়গাটাকে প্রাধান্য দিচ্ছিলাম এতে এই উপন্যাসিকার নামের সঙ্গে কিছুটা অবিচার করা হচ্ছিল। সেই মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়ায় প্রিয় পাঠক এবং বন্ধুবর শুভজিৎ চক্রবর্তী। ও কিছুটা ভবঘুরে ধরনের ছেলে। ও দাঁতিয়ায় গেছিল। বলতে পারেন, এবারের ধূমাবতীর মন্দির ওর চোখে দেখা সত্যের ওপরেই আধারিত।

মানুষের মনের দ্বন্দ্ব এবং দেবীর ভীতিই এই উপন্যাসিকার মূল উপজীব্য বিষয়।

শুভজিৎ চক্রবর্তী যদি পাশে না থাকতেন তাহলে গল্পের বুনন জমত না। তবে এই সিরিজের এটাই শেষ উপন্যাসিকা। এবার শঙ্খ ফিরবেন অবশ্যই, কিন্তু অন্যভাবে, অন্যরূপে। তাই আর কথা বাড়াচ্ছি না, পাঠক— আপনারা অন্তিম অধ্যায়ে প্রবেশ করুন।

মনীষ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা ২০২৩

১

একটা বাজে স্বপ্ন দেখছি অনেকদিন ধরে। প্রতি রাতে চোখ বুজলেই একই স্বপ্ন ঘুরে ঘুরে আসছে। আর তখনই চোখটা খুলে যাচ্ছে। চোখ খুলেই দেখতে পাচ্ছি চাপচাপ অন্ধকারের চাদরে ঢাকা চারিপাশ। আমার ঘরে একটা নাইট ল্যাম্প জ্বালানো থাকে। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য লাগে, রাতে স্বপ্নের মাঝে যখন ঘুম ভেঙে যায়, চোখ খুলে কোনো আলোই দেখতে পাই না। খাটের তলা থেকে তখন একটা শব্দ ভেসে আসে। কখনো কখনো শব্দ পাই ঘরের মধ্যে কারও হেঁটে চলে বেড়ানোর। তখন বেশ ভয় ভয় করে। ক্ষীণ স্বরে জিগ্যেস করি, 'কে?' কেউ কোনো সাড়া দেয় না।

ডাক্তার ভদ্রকে ফোন করে বলেছিলাম আমার স্বপ্নের কথা। উনি ডাক্তারসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বলেছিলেন, 'রাতে শোবার আগে ঘুমের ওষুধটা খাচ্ছ না সুবল! ওষুধের যে ডোজ তোমাকে দিয়েছি একঘুমে রাত কাবার হওয়ার কথা।'

সেই ঘুমের ওষুধ কাজ করছে না। রাত দুটো বাজলেই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। তারপরেই খাটের তলায় শুনতে পাচ্ছি শব্দ অথবা ঘরের মধ্যে টের পাচ্ছি কারও উপস্থিতি। আজও একই ঘটনা ঘটল। ঘুম ভেঙে গেল। খচ্...খচ্... শব্দ হচ্ছে খাটের তলা থেকে। তার পরেই শোনা যাচ্ছে কারও কাতর গুমরে মরার শব্দ। কেউ একটা গোঁ গোঁ করে বিশ্রী শব্দ করছে। ভয় করল। আজও জিগ্যেস করলাম, 'কে?'

কোনো সাড়া নেই। হঠাৎ মনে হল কেউ যেন ফুঁপিয়ে

ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পাখিরা লাফিয়ে লাফিয়ে চললে যেমন শব্দ হয়, তেমন শব্দ হচ্ছে। ঘর অন্ধকার। নাইট ল্যাম্পটা কোনো অজানা কারণে আজও নিভে গেছে। আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'কে কাঁদছে?'

আবার কোনো সাড়া পেলাম না। পাখির পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা না, অনেকগুলো পাখি একসঙ্গে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। গলা শুকিয়ে গেল আমার। জল খেতে পারলে ভাল হয়। খাটের পাশে একটা ছোট টেবিলে জলের বোতল আছে। হাত বাড়াতেও ভয় করছে। মশারির মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়ে আরও ঘন হয়ে শুলাম। আমার মাথাটা এখনও খারাপই আছে বোধহয়, মানসিক হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়ে ঠিক করেনি। কালই একবার যেতে হবে হাসপাতালে। দেখা করতে হবে ডাক্তার ভদ্রের সঙ্গে। আসলে আমার খাটের তলায় কেউ নেই। যা আছে, সব আছে আমার মাথার ভেতর।

কান্নার শব্দটা আরও একটু পরিষ্কার হল যেন। এই পনেরো দিনের মাথায় হঠাৎ সাহস পেলাম। মোবাইলের টর্চটা জ্বাললাম। মশারির ভেতর থেকে খুব সাবধানে হাতটা বের করে একটু ঝুঁকলাম। দেখতেই হবে খাটের তলায় কী আছে। অন্ধকারের মধ্যে আলোটা খাটের তলায় ফেলতেই চমকে উঠলাম। একী! এরা এলো কোত্থেকে! একটা নয়, তিন তিনটে কাক ঘুরছে।

এত রাতে ঘরের ভেতর কাক ঢুকল কী করে। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল— 'এই, যাঃ...যাঃ...'

একটা কাক বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এগিয়ে আসতে লাগল অন্য একটা কাক। লাফ দিতে দিতে এগিয়ে এলো আমার মুখের একেবারে কাছাকাছি। অন্য কাকটা তখনও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি যেন চোখ সরাতে পারছি না। কাকের দৃষ্টিতে সম্মোহন থাকে কিনা আমার জানা নেই। যে কাকটা মুখের কাছাকাছি চলে এসেছিল সে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। খাটের থেকে মুখটা ঝুলছে আমার। কাকটা মাথা উঁচু করে দেখল কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে, তারপরেই ডান চোখটা লক্ষ করে ঝাপটা মারল।

ডান চোখটা খুবলে নিল নিমেষের মধ্যে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম। হাত থেকে পড়ে গেল মোবাইল ফোনটা। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আমিও লাফ দিলাম খাট থেকে। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র ব্যথা অনুভব করলাম কাঁধের কাছটায়। পতনের শব্দ এতটাই জোরে হয়েছিল যে পাশের ঘর থেকে উঠে এসে আমার দরজায় ধাক্কা দিলেন এ বাড়ির বাড়িওয়ালা।

শুনতে পেলাম হরিসাধনবাবু চেঁচাচ্ছেন, 'সুবল পড়ে গেলে নাকি? এই সুবল, এই!'

চোখ এবং কাঁধে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে আমি ওঠবার চেষ্টা করলাম। হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম ঘরের নাইট ল্যাম্পটা জ্বলছে। কোনমতে উঠে বড় আলোটা ধরাতেই আয়নায় আমার প্রতিবিম্ব ভেসে উঠল। বাঁ-চোখ দিয়ে দেখে যতটুকু বুঝলাম কোথাও কিছু হয়নি। একটা কাক একটা চোখ খুবলে নেওয়ার পরে মাটিতে অনেকটা রক্ত পড়ে থাকার কথা।

হাতেও লেগে থাকার কথা রক্ত। সেসব কিছুই নেই। খাটের তলায় উঁকি দিয়ে দেখলাম, একেবারে ফাঁকা। কাকগুলো নেই। জানলা বন্ধ, কাকগুলো উড়ে পালাতে পারবে না। তাহলে কি এটাও আমার স্বপ্নেরই একটা অংশ ছিল! বিস্মিত হলাম।

ভয়ে ভয়ে চোখের ওপর থেকে হাত সরালাম। স্বপ্নই যদি হবে, তাহলে চোখে এত যন্ত্রণা হবে কেন! ধীরে ধীরে চোখের পাতাটা খুলতেই দেখলাম আমার চোখ অক্ষত আছে। মাথা যন্ত্রণা করে উঠল আমার, আবার আগের মত হয়ে যাচ্ছে সব। পাগল হয়ে যাচ্ছি। একবার ডাক্তার ভদ্রের কাছে গিয়ে সমস্যার কথা বলতেই হবে।

হরিসাধনবাবু দরজায় ধাক্কা দিয়েই চলেছেন। ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমি দরজা খুলে দেখলাম উনি চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাসবদত্তা। হরিসাধনবাবুর মেয়ে! ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে ইংরেজিতে অনার্স নিয়েছে ও। আমার দিকে মেয়েটা তার বাবার চেয়েও বেশি চিন্তিত চোখে চেয়ে আছে। এই রাতে দুজন মানুষকে একইসঙ্গে এমন সমস্যায় ফেলে নিজেকে অপরাধী মনে হল।

‘পড়ে গেছিলে নাকি?’ আবার জিগ্যেস করলেন হরিসাধনবাবু।

আমি উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়লাম। আমার মাথা নাড়া দেখে বাসবদত্তা গজগজ করতে লাগল, ‘হাজার বার বলেছিলাম বাবা, একা একজন মানুষকে ভাড়া দিও না। খোঁজ নেই, খবর নেই, যেই শুনল ডাক্তারকাকুর চেনা,

অমনি নিজের বাড়িতে রেখে দিল।'

গজগজ করতে করতেই বাসবদত্তা নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। ফিরে এল একটা ব্যথা সারাবার মলম নিয়ে। আমার হাতে সেটা দিয়ে বলল, 'কোথাও ব্যথা লাগলে এটা লাগিয়ে নেবেন।' কথা শেষ করেই বাবার হাত ধরে টেনে নিয়ে ঘরে চলে গেল ও। মনে মনে ভাবলাম এই মেয়ের মাথা আমার চেয়ে সামান্য বেশি খারাপ। রাগও দেখাচ্ছে আবার ওষুধও দিচ্ছে!

আর ঘুম আসবে না। স্বপ্নটার কথা মনে পড়তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আবার। কালই একবার ডাক্তার ভদ্রের চেম্বারে যাব। যেতেই হবে।

২

মানসিকা হাসপাতালে আজ ডাক্তার ভদ্রকে না পেয়ে ছুটে এসেছি ওঁর ঝাঁ চকচকে চেম্বারে। নিজের সুন্দর গদি আঁটা চেয়ারে বসে কাচের একটা সুন্দর পেপারওয়েট ডান হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছেন ডাক্তার ভদ্র। সামনে টেবলের ওপর রাখা চায়ের কাপ। দু'মিনিট আগেও ওটা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেছি। এখন আর উঠছে না। ডাক্তার ভদ্রকে কিছুটা যেন অস্থির দেখাচ্ছে। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এমন অস্থির হলে মানায় না। উনি মাঝে মাঝেই সিগারেটের প্যাকেট খুলছেন, একটা সিগারেট বের করছেন, আঙুলের ফাঁকে রেখে কিছুক্ষণ ঘোরাচ্ছেন, আবার প্যাকেটে ভরে ফেলছেন। চেম্বারের কঠিন নিয়ম কানুনের কারণে সিগারেট আর আগুনের মিলন হচ্ছে না।

'তোমার স্বপ্নটা একটা বোধ, একটা পার্টিকুলার ভাবনার থেকে উদয় হচ্ছে। এটা কি তুমি বুঝতে পারছ?' পেপারওয়েট ঘোরানো থামিয়ে বললেন ডাক্তার ভদ্র।

আমি হাঁ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে। আমার মাথার সাড়ে তিন ইঞ্চি ওপর থেকে বেরিয়ে গেল ওঁর কথা। মাথা নেড়ে বলার চেষ্টা করলাম, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার ভদ্র আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। মনের ডাক্তারদের এটা একটা সুবিধা আছে, মনের ভাব সহজেই বুঝে ফেলেন। উনি আর না থাকতে পেরে সিগারেটটা

ধরিয়ে ফেললেন। তার পর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তুমি আগেও কোনো এক দেবীকে দেখতে পেতে। যে দেবীর কথায় তুমি অনেকগুলো অপরাধ করেছিলে। মনে হচ্ছে সেই রোগেরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এমন চলতে থাকলে আবার তোমায় হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। আমার মনে হচ্ছে ওষুধগুলো তুমি ঠিক করে খাও না। যদি খেতে তাহলে আমরা আরও একটা মেথড ফলো করে দেখতে পারতাম...'

ডাক্তার ভদ্র কথা শেষ করার আগেই আমি উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠলাম, 'কী মেথড?'

'সেলফ কাউন্সেলিং!' উত্তর দিলেন ডাক্তার ভদ্র।

আমি বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললাম, 'আবার ওই হাসপাতালের কষ্টকর জীবনের দিকে আমি যেতে চাই না, আমি দ্বিতীয় পথটাই বাছতে চাই।'

'তা হলে আবার একবার প্রথম থেকে স্বপ্নের ব্যাপারটা বলো আমাকে।' আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথাটা বললেন ডাক্তার ভদ্র। এবং দ্বিতীয়বার একই কথা বলতে শুরু করলাম আমি—

আমি স্বপ্নে দেখি একটা সুন্দর সাজানো পরিবার। সেখানে সুঠাম চেহারার গৌরবর্ণ একজন পুরুষ আর অসাধারণ সুন্দরী একজন নারী বসবাস করে। তাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসা। একজন অন্যজনকে না দেখলে চোখে হারায়। তার পরেই দেখি পুরুষটি একটা মন্দিরে ঢুকছে, অনেকে তাকে সেখানে ঢুকতে মানা করছে, তাও সে ঢুকছে। মন্দিরের পাশেই একটা বিশাল পুকুর, সেখান থেকে

কয়েকটা কাক উড়ে এসে পুরুষটির পথ আটকাতে চেষ্টা করছে, সে তাদের তাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মন্দিরের ভেতর। এরপরেই বদলে যায় স্বপ্নের দৃশ্যপট। পুরুষটি সেই নারীর সঙ্গে সম্ভোগ করছে, উত্তেজনায় দু'জনেই কেমন যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। নারীটি রয়েছে পুরুষটির ওপরে। হঠাৎ নারীটি একটি বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাস রোধ করার চেষ্টা করল পুরুষটির। সে ছটফট করতে লাগল। একসময় শান্ত হয়ে গেল। এইখানে এই স্বপ্ন শেষ হয়ে যেতে পারত। হয়ত বা তাতে কোনো চিন্তারও কারণ থাকত না। মনে হতেই পারে এই স্বপ্ন কোনো ছবি দেখার ফল। কিন্তু আরও মারাত্মক ঘটনা ঘটে এর পরে। নারীটি সেই পুরুষটির একটা একটা অঙ্গ কেটে খেতে থাকে। এই স্বপ্নটা দেখে ঘুম ভাঙলেই মনে হয় আমার ঘরে কেউ আছে। কয়েকটা কাক ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে, ওরা আমাকে আক্রমণ করছে। পরে দেখি সেটাও স্বপ্নেরই অংশ ছিল।'

কিছুটা চমকে উঠলেন ডাক্তার ভদ্র। বললেন, 'প্রথমবারের সঙ্গে দ্বিতীয়বারের বক্তব্যের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। স্ট্রেঞ্জ!'

'এই স্বপ্নের অর্থ কী ডাক্তারবাবু?' প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার আবার করলাম আমি।

'আচ্ছা, তুমি কি প্রায়ই এই স্বপ্নটা দেখো? নাকি মাঝেমধ্যে দেখো?'

'রোজ দেখি। স্বপ্ন দেখার পরে আর ঘুম আসে না। শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বিশ্বাস আমাকে যে এনজিও-র

কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, সেখানেও কামাই করে ফেলছি।'

ডাক্তার ভদ্র প্রেসক্রিপশন প্যাডে খস্‌খস্‌ করে কিছু লিখলেন। মনে হচ্ছে উনি ওষুধ বদলে দিচ্ছেন। কড়া কোনো ওষুধ দিলে কাজ হতে পারে। সেই মানসিক হাসপাতালে যে ধরনের ওষুধ দিত আমায়, অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতাম। চিন্তাভাবনা করার শক্তিটুকুও থাকত না। তেমন ওষুধ দিলেই ভাল। চিন্তা না থাকলে স্বপ্ন আসতে চাইবে না সহজে। স্বপ্নের দৃশ্যগুলো নিয়ে সারাক্ষণ ভাবি, এইজন্যই একই স্বপ্ন ফিরে ফিরে আসে!

প্রেসক্রিপশন লেখা বন্ধ করে ডাক্তার ভদ্র জিগ্যেস করলেন, 'সুবল! ওই মহিলা, মানে তোমার স্বপ্নে যে আসে, সে সম্ভোগের পরে পুরুষটির কোন অঙ্গ কেটে খায় সেটা কি তুমি দেখেছ?'

আমি মাথা নাড়লাম, 'না দেখিনি!'

'ঠিক আছে, আপাতত এই ওষুধগুলো চলুক। পরে যদি কখনো স্বপ্নে দেখো, মহিলা কোন অঙ্গ কেটে খাচ্ছে, তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবে।' প্যাড থেকে প্রেসক্রিপশনটা ছিঁড়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন ডাক্তার ভদ্র।

আমি ডাক্তারের বিলাসবহুল চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। পকেটে টাকার টানাটানি। জানি না ওষুধগুলোর কেমন দাম হবে। তাও একবার দেখতেই হবে, আসলেই যা ঘটছে তা আমার মনের রোগের কারণে ঘটছে, নাকি সত্যিই এর কোনো ভিত্তি আছে!